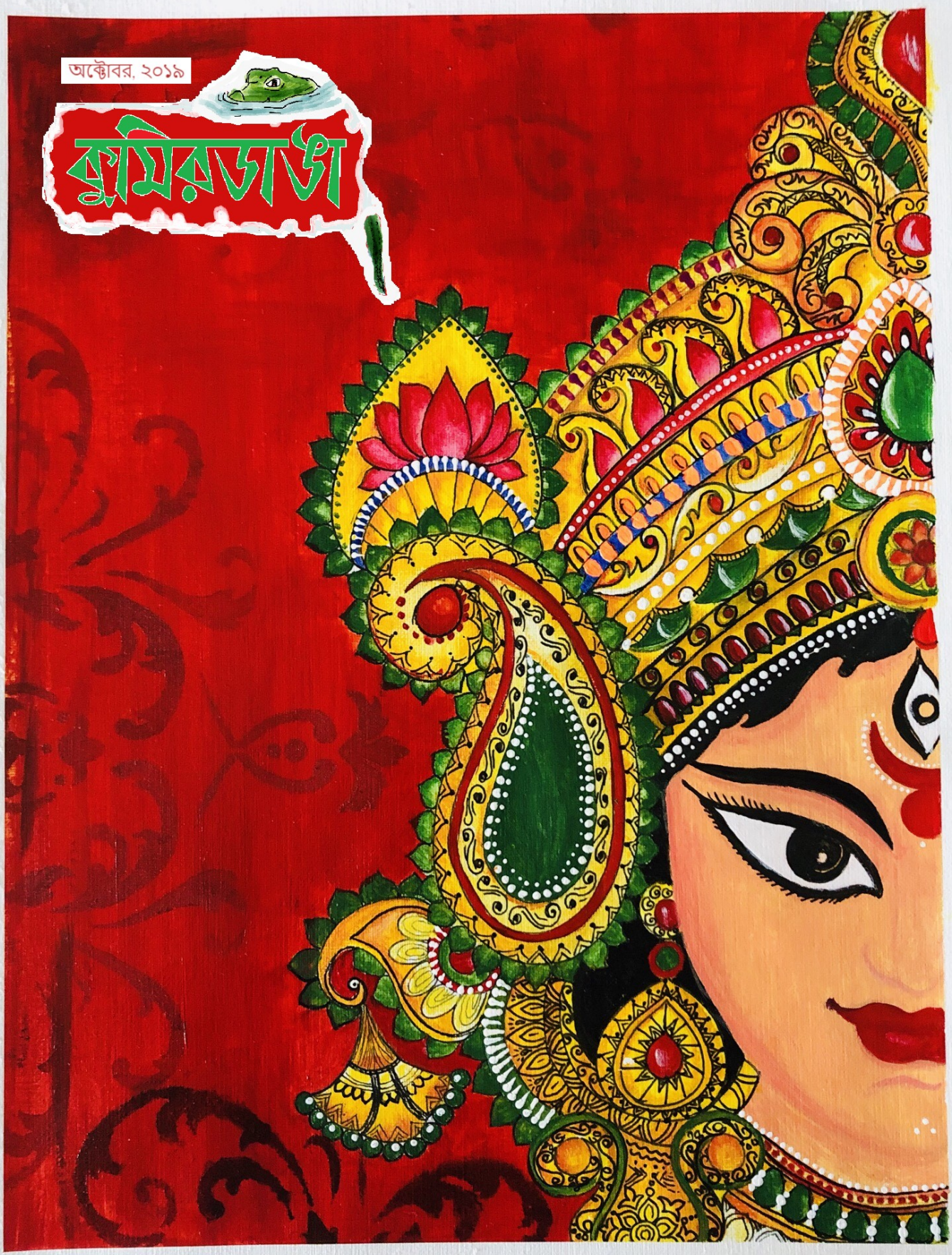


অক্টোবর, ২০১৯

কুমিরডাঙা



CLEAR SOUND AUDIOLOGY

WISHES THE BENGALI COMMUNITY OF GAINESVILLE
A HAPPY DURGA PUJA AND A SAFE NAVRATRI!



Dr. Swamy, Dr. Larmann, and Dr. Lang
are dedicated to providing patient-focused hearing healthcare.

Please call today to schedule your complimentary hearing consultation!



352-505-6766

clearsoundaudiology.com

2240 NW 40th Terrace, Suite C
Gainesville, Florida 32605

Bring this ad to receive to receive a **FREE** hearing consultation & **\$200 OFF**
towards your purchase of new hearing instruments. Valid thru February 2020.

সম্পাদকের কলমে ...

দেখতে দেখতে পূজা এসে গেল। নিজের প্রাণের উপমহাদেশ থেকে এক গোলার্ধ দূরে পূজার আমেজ বড় ক্ষীণভাবে প্রতিভাত হলেও উৎসাহ আর উল্লাসে একটুও ভাঁটা পড়ার উপায় নেই। দুর্গাপূজা বলে কথা যে। বাঙালি সারাবছর যতই ব্যস্ত থাকুক এই পূজার কটাদিন সে একজন নিছকই উৎসব-প্রিয় ব্যক্তিত্ব। আর এই হাসিখুশি সময়কে কাগজে

কলমে সাক্ষী করে রাখার জন্য এসে গেল "কুমির-ডাঙা"-র প্রথম পূজা সংখ্যা। "Gator Land"-কে যদি আমরা একটু রসিকতার সঙ্গে বঙ্গানুবাদ করি তবে "কুমির-ডাঙা" দাঁড়ায়। তাই সেই দিক থেকে পত্রিকার নামকরণ যারপরনাই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে পত্রিকার নাম তে ঠিক করা গেলো; কিন্তু তার জন্যে লেখা-আঁকা সংগ্রহ করা, তারপর তা বাছাই করা, তার সাথে প্রচ্ছদের উপরে কাজ করা এবং সেইসব শেষ হলে তাকে একটা পত্রিকার রূপ দেওয়ার কাহিনী নিতান্তই আকর্ষণীয়। প্রায় বেশ কিছু বছর পরে "Gainesville Bengali Association" -এর ছাতার তলায় প্রকাশিত হল একটি পূজাসংখ্যার পত্রিকা। শুরুটা নড়বড়ে হলেও শেষ অবধি finishing line -এ এসে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সফল হতে চলেছে "কুমির-ডাঙা" এ আমাদের বিশ্বাস।

খুব ভালো কাটুক পূজা আর তার সাথে সকালের বিস্কুট ডোবানো চায়ের পেয়ালার পাশে কিংবা ঘুমের আগে নাইটগ্যাম্পের আলোয় সঙ্গী হয়ে থাকুক "কুমির-ডাঙা"।

সহ-সম্পাদক

পূর্বজা পুরকায়স্থ

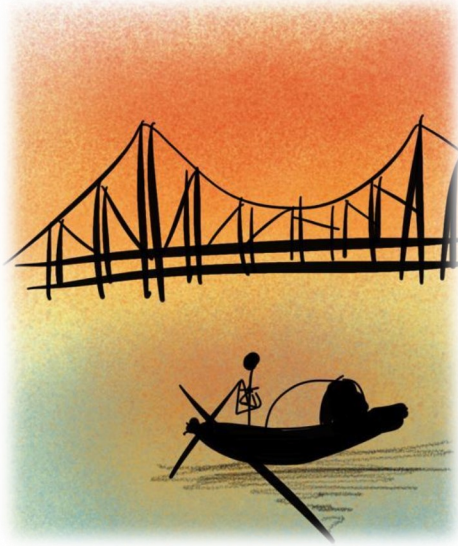
কস্তুরী পারুই

রিমঝিম ব্যানার্জি-বাতিস্ত

প্রচ্ছদ

কস্তুরী পারুই

নিরুপমা দত্ত



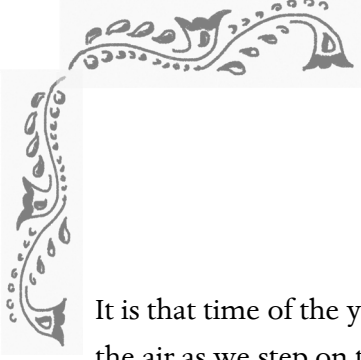
ইতি,

সাধারণ সম্পাদক

জন্টি চক্রবর্তী

সায়র কর্মকার

০৫/১০/২০১৯



President's Message

It is that time of the year again! Shaj shaj rob, Pujo Pujo bhab, golden sunshine, and blue skies with a nip in the air as we step on the shishir bheja grass in the morning. On this festive occasion, on behalf of Gainesville Bengali Association (GNVBNG) I would like to welcome you to join in the celebration of Ma Durga on 5th and 6th October, 2019.

Throughout the year, GNVBNG strives to connect us, the Bengali community of Gainesville with our beloved native Bengal. It is also through our various events and cultural programs that we try to inculcate our rich culture in our next generation. Earlier this year, we celebrated Saraswati Pujo and the Bengali New Year picnic with great enthusiasm and success. This year, we have also started giving back to the community with volunteer activities.

I sincerely thank all members of the community in making these events such a success. I also thank all our donors, sponsors, and advertisers for their generous support and encouragement. Additionally, I appreciate the effort and hard work of the participants and volunteers in organizing each of these events.

On this auspicious occasion of Durga Pujo which epitomizes the good over evil, I extend my warmest greetings and Sharod Shubhechha to you. I hope you have a fun time at this year's Durga Pujo and make some great memories.

Happy reading the inaugural issue of our Sharodiya magazine!

Rimjhim Banerjee-Batist

President, Gainesville Bengali Association

Gainesville Bengali Association Board 2019-2020

President: Rimjhim Banerjee-Batist

Secretary: Upoma Guha

Treasurer: Rajib Das

President-Elect: Debasis Dutta

Student Presidents: Jhonti Chakrabarty, Anirudra Paul

Student Vice President: Kartik Sondhi

Trustees: Indraneel Bhattacharya, Malay Ghosh

Executive Committee Members: Kausturi Parui, Purboja Purkayastha, Digvijayee Pal, Shubhra Deb Paul, Swagata Mandal, Kingshuk Mukherjee, Piyasa Ghosh, Arunima Pal Chowdhury, Anamika Bhunia Roy, Deepika Singh

Gainesville Bengali Association

presents

Durgostov 2019

October 5 (Saturday)

- 10:00 am- Sadharan Puja
- 10:30 am- Invocation (Bodhon)
- 11:00 am- Art Expressions
- 11:15 am- Saptami Puja, Pushpanjali,
Prasad Distribution
- 12:15 pm- Ashtami Puja, Pushpanjali
- 01:30 pm- Bhog (Lunch)
- 05:30 pm- Cultural Program
- 08:00 pm- Dinner

October 6 (Sunday)

- 10:00 am- Kumari Puja
- 10:30 am- Sandhi Puja
- 11:15 am- Nabami Puja,
Prasad distribution
- 11:45 am- Havan
- 12:00 pm- Dashami Puja
- 01:30 pm- Lunch
- 04:00-6 pm- Guest Performance
(accompanied by snacks)

Venue:

Freedom Community center,
Kanapaha Veterans Memorial Park
7400 SW 41 Pl, Gainesville, FL 32608



gainesville
bengali association
www.gnvnbg.com • FB/gnvnbg • @newgnvnbg

Website: www.gnvnbg.com

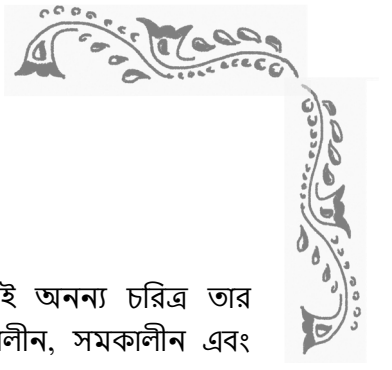


India vs. America, in My Eyes

India the Good	India The Bad	America the Good	America the bad
There are colorful carnivals – many of them.	You've to boil the water to drink it.	Nice looking houses.	There are lots of bad guys with guns!
Very very very good food! Specially ones cooked by Dida.	The roads are dirty.	Roads are cleaner and fields are greener.	People waste so much food and water. And plastic.
You don't have to wear seatbelts that choke you!	Some people are littering all the time.	People don't litter much.	They keep eating junk food. Lots of them.
	Also many places have no water!	Many fun holidays.	

Tanuka Bhunia

Age 8



আমার চোখে শোভনলাল

অমিত রায় নিঃসন্দেহে শেষের কবিতার নায়ক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট এই অনন্য চরিত্র তার বৈদগ্ধ , বাগ্মিতায় এবং প্রাণবন্ত শেষের কবিতার পাঠককুলকে মাতিয়ে রাখে, তৎকালীন, সমকালীন এবং সম্ভবত ভবিষ্যতের বহু পাঠক পাঠিকার কাছে অমিত সত্যি ই এক অনন্য-সাধারণ পুরুষ।

অমিত এর এই বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং জাজ্জল্যমানতায় যে চরিত্রটি প্রায় হারিয়ে গেছে, সেটি হলো শোভনলাল। শোভনলালের উপস্থিতি শেষের কবিতার উপসংহারে। সে মুখচোরা লাজুক মানুষ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান - কিন্তু নিজের বৈদগ্ধ কে বাইরে প্রচার করা তার স্বভাবজাত নয়, Flashing Personality বলতে আমরা যা বুঝি, শোভনলাল সম্পূর্ণ তার বিপরীত, কিন্তু চরিত্রটির অন্তর্নিহিত গভীরতা আছে - আছে আর সকল মানুষের মতোই তার মধ্যে অভিমান, ভালোবাসা আর গভীর বেদনাবোধ, কিন্তু অমিতের সর্বব্যাপী ব্যক্তিত্বের অন্তরালে শোভনলালের ভালোবাসা, বেদনা, অভিমান পাঠকসমাজের কাছে পুরপুরি পরিস্ফুট হয়নি।

অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে অমিত আমাদের আর সকলের মতোই সমাজব্যবস্থার গন্ডি তে আবদ্ধ একটি মানুষ, আপাতদৃষ্টিতে তাকে যতটা বেপরোয়া মনে হয়, বস্তুতপক্ষে সে তা নয়, তাই যখন কোটি - সিসি - লিসিদের শিলং আগমন, তখন সে তারকাখচিত হোটেলের পরিবর্তে শখের বাসাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখার সাহস পায়নি। লাভণ্যের প্রতি তার অনঃস্বীকার্য প্রেম, কিন্তু সেই প্রেম তাকে সব কিছু ছেড়ে নিজেদের society কে তুড়ি মেরে বেরিয়ে আসার সাহস যোগায়নি।

অন্যদিকে শোভনলালের লাভণ্যের প্রতি নিঃশব্দ গোপন প্রেম, অমিতের যেখানে লাভণ্যের প্রতি প্রচন্ড চাহিদা, শোভনলালের সেখানে চাহিদা যৎসামান্য. শোভনলালের অমিতের মতোই লাভণ্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, কিন্তু জোর করে সেই ভালোবাসাকে আদায় করা তার স্বভাববিরুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলায় আনুসূয় - প্রিয়ষদাকে কাব্যে উপেক্ষিত হিসেবে বুঝতে পেরেছিলেন তার স্বপ্নালু দৃষ্টি বিরহিনী হংসপদিকাকে আবিষ্কার করেছিল। আমার কাছে এই কাব্যে উপেক্ষিতদের মতোই শোভনলাল শেষের কবিতার উপেক্ষিত চরিত্র। শোভনলাল শুধুই প্রাচীন ইতিহাসের স্কলার নয়, সে একজন সত্যকার হৃদয়বান পুরুষ।

লাভণ্যও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল, অমিতের সমাজ তার নিজের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে, সর্বশেষে সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, শোভনলাল এ তার দৈনন্দিন জীবনের দোসর, “প্রত্যহের স্নানস্পর্শ” তার জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না, বরং সে লাভণ্য কে দেখতে পায় "অসীম ক্ষমায় ভালোমন্দ মিলায় সকলি"। দুজনেরই পরস্পরের প্রতি "তিলে তিলে লাল" হয়তো লাভণ্য অমিতের মতোই শোভনলাল কে কোনোদিন বলেছিলো

“তুমসি মম জীবনং, তুময়সী মম ভূষণং,

তুমসি মোম ভবজলোধি রত্নম।”

মলয় ঘোষ





Durga

I grew up in a Kolkata that is vastly different than the one today. My childhood memories are not of afternoons spent in South City's sprawling food court eating burgers or watching movies in IMAX theaters.

In my youth, Kolkata fell frequently into darkness during incessant power cuts and my brother and I grew desperate to escape the thick, hot air of my grandfather's house. We played cricket on the streets and ate phuchka at the New Alipur park. I saw the movie "Yaadon ki Baaraat" at least a dozen times just to get out of the sun, sit under a fan and listen to my favorite Bollywood song, "Chura Liya Hai Tumne." That was the only way to hear it unless a neighborhood *paan* and *bidi* stall decided to blast it with a mic.

Adda was a thing. I mean, really a thing, and we often accompanied Ma on evening jaunts to visit friends and relatives. I lived through food rations and water shortages. I hung from crowded buses hoping my slip-on shoes would not slip off. Back then, only the uber-wealthy owned cars. My father never did, not on his professorial salary at the Indian Statistical Institute.

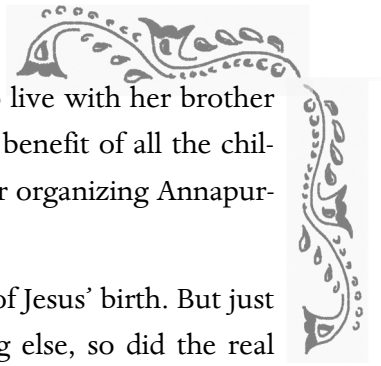
Life seemed hard compared to the modern conveniences of what middle class Kolkatans have now. We had little in the way of consumer goods or comfort. We slept on hard beds and without air-conditioning, we awoke drenched every morning, our pores opened wide and cleaned by air wetter than a damp towel. I dreamed of a day when we would no longer have to beg my uncle, then a merchant marine, to bring us back Kit-Kats from his adventures overseas. Or when I wouldn't have to think of creative ways to stretch the waistline on the one pair of jeans I had left, as though I could defy childhood growth.

School was tough, especially since my family moved in and out of India during those years and my brother and I fell behind in our Bengali, Hindi and Sanskrit skills. We were admitted to reputable schools on one condition: that by the time the next exams rolled around, we would not be failing in the vernacular languages. I remember stopping in front of the gates to Gokhale Memorial and Auxilium Convent to polish my black Bata shoes for fear of failing inspection. And I dreaded visits from Ms. Watson, our Anglo-Indian tutor, who possessed nails sharper than a knife and whittled away at our precious scented erasers purchased on a rare trip to New Market. Those erasers were status symbols, after all, in a world in which we had little.

But the one thing we did have was Durga Puja or Pujo, as the Bengalis call it. That meant no school for a few weeks, shiny new clothes and pandal hopping around Kolkata to see which neighborhood had erected the most beautiful idol.

We marked the dates at the start of the year. Calendars were coveted then, especially the slick English ones my uncle brought home from Exide India, where he was a top executive. They graced the mostly bare and whitewashed walls of our home along with poster versions of a Picasso self-portrait and Thomas Gainsborough's "Blue Boy" that my parents carried back from one of our stays in America and had regally framed as though they were the real deal.

We consulted the Bengali calendars, of course, to make sure we got all the dates for that particular year right. Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Bijoya Dashami. The Bengali calendars tore easily and were cheaply printed in black and white, except for important days marked in *sindur* vermilion.



Barathakuma, my father's aunt who was widowed at an early age and returned home to live with her brother (my grandfather), consulted the calendar regularly. We observed Saraswati Pujo for the benefit of all the children of the house, lest we fell behind in our education. And I remember my grandmother organizing Annapurna Pujo on occasion.

I knew the stories behind each god and goddess just like kids in America know the story of Jesus' birth. But just as Christmas shopping, decorating the tree and family feasts seem to trump everything else, so did the real meaning of pujos.

For me, they were an opportunity to smear my feet with *alta* (red dye), don one of my aunt's saris, wear matching jewelry and *kumkum* (a dot on the forehead) and act older and more sophisticated than I really was. And of course, pujos meant good food and lots of *mishti* (sweets). My two youngest uncles were known for their hefty appetites and I have fond memories of them running up the stairs with vats of *chomchom* (a syrupy sweet) and *mishti doi* (sweet yogurt). I can still hear my aunt yelling at her brothers for dipping into the desserts even before the priest had arrived.

But nothing compared to the five days of revelry during Durga Pujo. Some years, the seventh month of the Hindu calendar came early, though I liked it better when it fell around my birthday in mid-October. That meant presents as well as new clothes and it was a signal that the relentless monsoonal rains would soon end and give way to a cooler, dryer season. Back then, readymade garments bled dye like an animal at slaughter and my relatives presented us with fine cottons and silks weeks ahead of time so that our tailor could sew dresses and shirts to my mother's specifications. How happy it made me to wear a new outfit for each of the five days of pujo.

Anticipation filled the air and burst through my heart. What heady days lay ahead. Food, gifts, celebration. I awoke to the sound of *dhak* and *dhhol* (types of drums) and went to sleep with the aroma of camphor and coconut husk of the *dhunuchi* (incense).

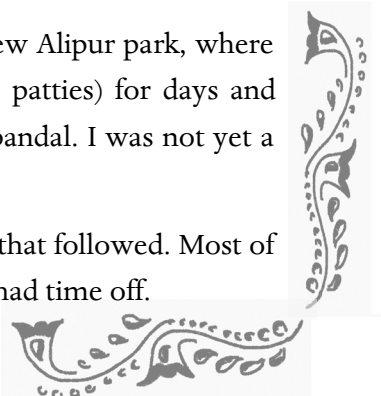
I visited the various pandals with my friends and family and we argued with each other about which idol was the most beautiful. We ran to the New Alipur pandal for *aarti* (an offering of light) and watched frenzied *dhunuchi* dances.

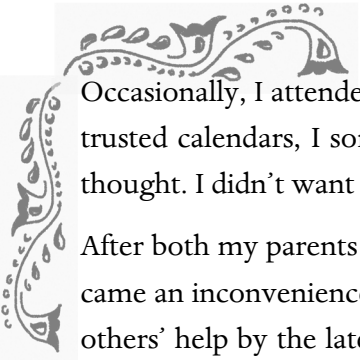
I marveled at the varying images of the mother goddess. Durga. Shakti. Devi. There she was in all her splendor, the 10-armed warrior goddess riding a lion and slaying the once-invincible demon king.

And on the last day pujo, we fell to the feet of our elders to ask for blessings and then lined the second-floor balcony of my grandfather's house to watch the processions carrying Durga and her four children to the Hooghly for immersion.

One year, my youngest uncle decided the Basu family would set up a food stall at the New Alipur park, where the neighborhood pujo was held. The women of the family crafted *aloo chop* (potato patties) for days and wrapped them in old Statesman newspapers to fry fresh for the hordes of people at the pandal. I was not yet a teenager but proud to have succeeded in my first ever job manning the stall.

We moved away from Kolkata when I was 12 and I only returned as a visitor in the years that followed. Most of the time, it was during the winter break when the weather was pleasant and my relatives had time off.





Occasionally, I attended pujo in Atlanta, where I lived for 29 years but I had few Bengali friends and without my trusted calendars, I sometimes missed it altogether. Besides, it could never be the same as it was in Kolkata, I thought. I didn't want to mar my memories.

After both my parents fell seriously ill, I spent months at a time in Kolkata. But never during Durga Pujo. It became an inconvenience for me. I traveled home to help Ma and Baba, both of whom had become dependent on others' help by the late 1990s. My mother suffered a massive stroke in 1982 and was relegated to a wheelchair. She had also lost too many of her cognitive abilities to run a household. My father held the reins for many years until he, too, went down to Alzheimer's. There was so much to be done when I visited—from sorting out finances to doctor appointments and medical tests to maintenance on our flat on Ballygunge Circular Road.

None of it was possible during the pujo holiday when Kolkata came to a complete stop on everything that was not Durga.

Over the years, my memories of Durga Pujo waned as did my interest in attending the festivities. Pandal hopping felt like an assault to all my senses. The crowds had grown too large and perhaps even uncivil; the heat was stifling and the constant thumping of the drums reminded me sadly of the bomb blasts I'd experienced in Iraq.

But what began to grow was my interest in the real meaning of Durga Pujo, especially after I began reporting from India, first for the Atlanta Journal-Constitution newspaper and then for CNN.

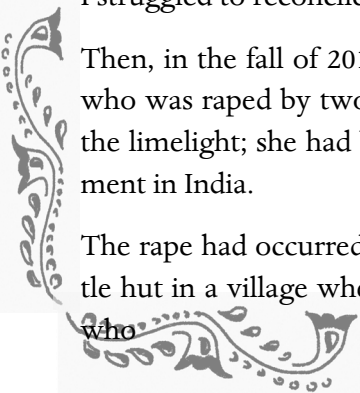
Many of my stories focused on the lack of rights for Indian women and the systemic abuse that some women are forced to endure. I wrote about girls who are denied the same education as their brothers or are forced into difficult arranged marriages. I met women from all over India who were struggling in some way.

And yet, I was surrounded by images of Durga, the ultimate female incarnation of strength, the protector of the universe.

Hindu legend goes that the gods created Durga to slay a king named Mahishasura, who had been granted immortality by Brahma, the creator. No man or animal could ever kill Mahishasura but Brahma had not spared him from a woman. So, when Mahishasura, high on his power, began attacking the world, the gods convened to devise a plan. They created Durga and gave her 10 arms to carry a weapon from each of the gods, including Shiva, the god of destruction, who bestowed upon Durga his trident. With it, the goddess dealt the last bloody blow to the demonic king.

How could it be, I wondered, that men who worship such a fierce representation of a woman could be guilty of sexism and misogyny, even? On the one hand, men fell to their knees before the mighty goddess while on the other, they treated their wives and daughters with disdain.

I struggled to reconcile the contradiction. I still do.



Then, in the fall of 2013, I found myself deep in the interior of Maharashtra, reporting a story about a woman who was raped by two policemen when she was still a teenager. Mathura pressed charges and found herself in the limelight; she had become the subject of a landmark case that would give rise to the women's rights movement in India.

The rape had occurred four decades ago and finding Mathura did not come easy. When I finally entered her little hut in a village where she had restarted her life, her two grown sons stood in the way. They were the ones

spoke for their mother, they warned me. I looked into her eyes and thought she might have burst with words, like a levee over a swollen river, had her sons not been there that day. Instead, she stood obediently behind them, under the only object on the bare mud walls: a small framed painting of Durga.

The protector of the universe was present in this tiny and spartan hut in Gadchiroli District.

On the long drive back to Nagpur a few days later, I thought of so many things about Mathura and the wretchedness that had permeated her life. On the surface, she was a small woman with a frame of skin and bones who had toiled in menial jobs and managed somehow to lead a life without the stigma of rape haunting her at every second. Inside, she was fierce. Strong. Like Durga. She had survived the demons in her life.

After that reporting trip to Maharashtra, I flew to Kolkata to visit my family and friends. It was late September and the city was readying for Durga Pujo festivities. My aunt pleaded with me to stay a few extra days. “When is the last time you were here for pujo?” she asked me.

I could not give her an honest answer. It had been that long. For the first time in years, I felt an urge to stay. My birthday that year fell on Navami, the day before Bijoya Dashami.

“We can go visit everyone together,” my aunt said.

But I could not remain in Kolkata. My vacation had run out and I was now on deadline to write the story I had just reported. I packed my bags and prepared for the long haul back. But before I left, I made a quick trip to Gariahat, to the stalls along Rash Behari Avenue that sell figurines of Durga in almost every material imaginable. Terracotta, Indian cork, brass, copper, wood. I paid 85 rupees for a terracotta one small enough to easily wrap in newspaper.

And Durga traveled to America tucked in my laptop bag, across a continent and an ocean, to be with me now. And always.

Moni Basu



Moni Basu is the Michael and Linda Connelly Lecturer in Narrative Nonfiction at the University of Florida's School of Journalism and Mass Communication. She is a veteran journalist who worked previously for CNN and The Atlanta Journal-Constitution.



Gainesville er Gecho Dada

The story of the last bus!

..and the wonderful lady who drives it!

Over the years I have grown this habit of catching the last possible bus to come back home. Today the last bus was super late. I almost called an Uber but was willing to wait since she mentioned last night about driving it today.

And there she was! In a different bus altogether. Saying sorry multiple times for being late due to some logistics out of her control she goes on "I am so very thankful that you decided to wait. My adviser said drop this trip nobody would be there but I knew you will be waiting right here. I insisted on doing one more round and got this bus. Thank you precious for letting me drive you back home for one last time and end this semester on such a great note. "

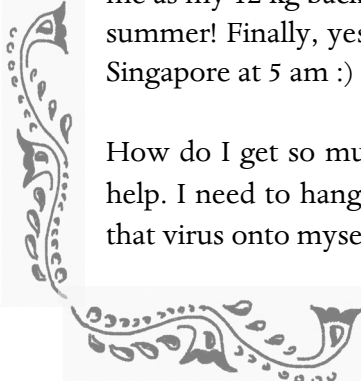
Thank god, I haven't bought a car yet!!

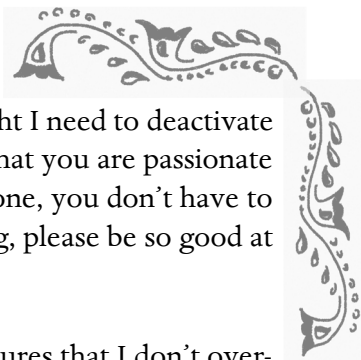
But why? Why did I not buy a car in a city like Gainesville !?

Probably a hundred people have judged me already for living like a grad student, not having a car etc. etc., but why this? I mean I am so used to getting judged that it simply doesn't matter but really am I that harsh on myself !? Have I ever thought about it? Yes, I have. With how I function, I have simply so much more time everyday. My dear friend was joking that day, even though you did your Ph.d. in 5 years, you had wayyy more time to work on it :P

Life has become simply so much crazier after I moved here! As I love every challenge that is thrown to me, I see this as an excellent opportunity to try my best but with that you do need to pamper yourself sometimes as well! So at the cost of working from 10 am to 12 am everyday and catching the very last bus, I have now made it a point to travel. Yes beyond academic work. I love so many areas of what I work on that I don't think twice to attend a conference which is not exactly related and even paying it from my pocket. You know I saved some by not getting that car! Also, since getting a visa is such a hassle I make it a point to visit other countries as well just for the sake of traveling. This summer was such an exhilarating experience that I cannot tell more what I would've missed if I didn't make this call. I had three conferences in three continents and travelled to twelve countries over a period of 30 days. In a single backpack. Yes, not transited but travelled. A typical work day would look like conference from 8 am to 6pm. My traveler self would wake up at 4 am or 5 am depending on where I am to see the sunrise and capture it! My travel day, as you can imagine would look something like this: Overnight trip from Thessaloniki to Athens, Go straight to Philopappou Hill, right beside acropolis for sunrise, spend some time in Acropolis I cannot tell you more how much I loved making the legends vs kids acropolis meme on facebook! After Acropolis, figure out how to go to Cape Sounion then go to Cape Sounion to visit temple of Poseidon, then at 5, start for Athens again, reach Athens at 7 and then climb up mount Luccabettus for the sunset! This part broke me as my 12 kg backpack did seem quite heavy but yes I view this as a training for something I will try next summer! Finally, yes finally after the sunset have a nice dinner and head to the airport to catch a flight to Singapore at 5 am :)

How do I get so much energy? Why don't I just sleep? And eat lyad! This is where I probably need your help. I need to hang out more with people who are passionate about sleeping and relaxing and can inject that virus onto myself. With so much time I also like to maintain an active social media presence.





I haven't lived a single day without Facebook since I joined in 2008. Many a times I thought I need to deactivate it and the very next day I was back. Please feel free to drop by Griffin Floyd and tell me what you are passionate about and we can share some stories and I can learn from you. I keep telling this to everyone, you don't have to be passionate about traveling, travel planning or your work. Even if your hobby is sleeping, please be so good at it that I can draw some inspiration from it!

By the way, catching the last bus is such a good practice I'm telling you :) It absolutely ensures that I don't over-work beyond 12 am and then can get back to my home to waste 4 more hours or buy some more airplane tickets!

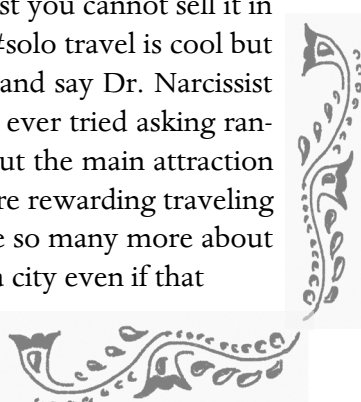
Travel planning as a hobby?

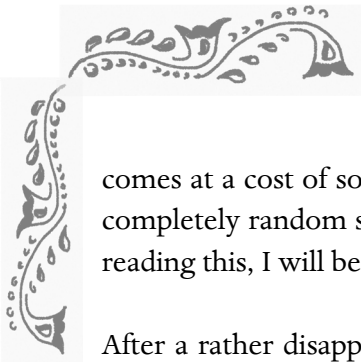
Yes. My hobby is not traveling. It is rather planning I mean I do travel quite a lot when I plan it. In fact, I am now writing this in a flight from Orlando to LA and for the first time in my tiny little span of flying on nearly 200 airlines, this was one I thought I would miss, for the first time. As I was eating some good food for my upcoming food portrait FB series at the 1-29 lounge of Orlando. My flight is from 48. I am so overconfident at times, I was like oh 7.11 is when the gate closes start at 7 take the APM then take another APM to go to 30-59. I did take the APM really but a wrong one. At 7, I was told I have to do security again! I After a lot of , "Can I please go ahead of you my plane leaves in 10 mins, oh thank you so very much, you are a life saver" I reached the gate at 7:15. The lady said, "You've made it sweet, don't worry!" Told you :) People are inherently nice, in fact very very nice. I am so glad to be living in a country like this where people say thank you sorry for everything, open the door for the next person. It doesn't hurt to do this. Just imagine, this lady kept it open for 5 extra minutes just for me and could've politely said no. I would've missed an international flight! I would've not been writing these pieces. At all.

Planning travel? Like what? Everyone can do it right? Yes and I am on the fortunate side of shaping this to a hobby. 99\$ Flight from NYC to Paris? What?? Forget about it! The airline went bankrupt. \$110 from Goa to London, that airlines Thomas cook went bankrupt too! It all started with Wow! \$99 tickets to Iceland from Baltimore :) Like literally WOW! That also couldn't survive but this is the pattern I exploit upon. A basic economics fact: When someone in a market drops the price staggeringly everyone else have to compete with it. Delta, American United introduced basic economy to fight spirit frontier allegiant back in 2015. I enjoy the dynamics so much and exploring this that all I do after I get back home is buy tickets. I mean come on, if you can get a ticket from Belgium to Pisa in 11\$ and your plan change who cares! I totally didn't make that plane as I instead went to Austria to spend some more time with friends and it didn't bother me for a second.

Travel solo or NOT?

This brings me talk about traveling solo vs with friends, your loved ones or sometimes a complete stranger! This summer was the first time I travelled solo, did I like it? I don't know. At least you cannot sell it in social media as traveling solo as a boy is not as cool as doing the same as a girl :P :P Also #solo travel is cool but right when as a boy you put some totally weird selfies, your mobile bondhus will come and say Dr. Narcissist whereas all they are posting themselves are selfies in different angles! Are bhai, have you ever tried asking random people to take your picture. After you get back your phone you will see they have cut the main attraction altogether :P Anyway getting back to the point, I cannot emphasize more how much more rewarding traveling with someone is! It helps me to calm down, appreciate everyone has different speed, share so many more about how are things in life, learn about theirs etc etc. I always make it a point to visit friends in a city even if that





comes at a cost of some less sleep. To have the company is a bliss! But today I will tell you a story of how a completely random stranger I travelled with in Pompeii changed some of my perspectives. Jaffrey, if you are reading this, I will be so very glad!

After a rather disappointing hike to the crater of Vesuvias and a consolatory sunset viewing from Sorrento beach, this was my last day in Naples. Right before I was heading for Pompeii, a just-turned-19 boy from Minnesota wanted to join me. I was happy that he proposed the idea of going together. He is such a pro in google maps! After a while he became very very comfortable and told me “Man, I was a bit skeptic as you know these scam callers bla bla blah..” I assured him to not worry as I am not after his belongings :) We went on to visit the ruins of Pompeii and clicked so many photos! This was on the same day of India-Pakistan match and I never even remembered that such a match is happening. At 4, he wanted to leave Pompeii and go something else. I was like maybe I should just spent a bit more here and then head directly to airport for my 10 pm flight to Greece. He was like please can you accompany me I will get you to the airport for sure! I enjoyed his company so much it made me wonder wow we are so different in our ages while our upbringing has been so different but still it didn't take us long for this. We went on to Ercolano again to click some more photos and then finally I decided to head back to the airport. There was quite a bit of drama on my way back but I will keep it for elsewhere. After I reached the airport, this guy texted me that he was quite emotional and called his mom to say how wrong he was to generalize Indians to be scammers. I was so glad in how he was so very honest about how he felt and how it changed. Just a few days ago, he posted in Facebook that he printed out some of our pictures and put it in his room as the best memories from his adventurous just-out-of-school graduation trip!

So yes, you see I am not good at pretty much anything except for telling stories :) This hobby has saved me money, has let me talk with so many people, learn how they think but more importantly taught me how to share these experiences. I am telling you I have never drawn this happiness from anything I ever did in work. Finally, you can probably guess when I say international flight, can you guess where I am heading to?! Happy durga pujo to all of you! I was supposed to visit a collaborator in Shanghai but I convinced her to be at the right place so that we can work there instead! kono bangali ke nischoi bole dite hobe na, ei somoy prithibir srestho jayga konta. Wait for it till I document this in Facebook and insta. As I am writing this, my parents still don't know! Oder ke bolo na please :)

Sayar Karmakar





As our name already suggests, our RCM solutions will minimize your workload and improve cash flow. Fidus offers a platter of services that will help your practice focus on your core area, which is taking care of patients.



**Grow your medical practice
while we increase your revenue**

Our Services

- > Multi-Specialty Medical Coding, Billing and Revenue Cycle Management (RCM)
- > EHR/EMR Solutions
- > Attestation and Credentialing

Feel free to give us a call for a no cost, no obligation assessment of your current billing process and needs.

 **866-352-0677**

 **352-275-2276**

 **866-352-0677**

 **info@fidusmd.com**

 **www.fidusmd.com**

“ FIDUS – We always deliver promises. ”

রূপক এর গল্পো

ঠিক পাশের রাস্তায় পাড়ার পুজোর প্যান্ডেল । মাইক এ হালকা হালকা ভেসে আসা অরিজিৎ সিং, বেশ কয়েক মাস পর ব্যাঙ্গালোর থেকে পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরে দুপুরে মা এর হাত এর আলু পোস্ট , আর সাথে ঘরের জানলা দিয়ে ফুরফুর করে হওয়াসব মিলিয়ে আর কিছুক্ষন এর মধ্যে একটা মনোরম ভাতঘুম দিয়ে দিতেই পারত সাত্যকি । কিন্তু সে গুড়ে বালি ! পাড়ার পুজোর কালচারাল সেক্রেটারির নাছোড়বান্দা আবদার ...”দাদা, এবারের পুজোর ম্যাগাজিনে একটা লেখা কিন্তু দিতেই হবে !..আর তো দু দিন বাকিখুব ছোট্ট কিছু হলেও চলবে !” লেখালেখি ব্যাপারটা এমনিতে খুব একটা মন্দ লাগে না সাত্যকির । স্কুল এ এক আধবার উতরে দেওয়ার মতো ছোটোখাটো লেখা ও লিখেছে। সেগুলো যে একেবারেই পাতে দেওয়া যায়না তা নয় ..কিন্তু এখন সমস্যাটা অন্য জায়গায় । দিন এ অন্তত আট ঘন্টা ধরে ঘুপচি কেবিন এ বসে ল্যাপটপ এর দিক এ তাকিয়ে ডেডলাইন মিট করতে করতে লেখার ক্ষমতা প্রায় ডেড ! কনটেন্ট ভাবে ভাবেই মাথার চুল ছেঁড়ার জোগাড় হয় ...ভাষা র চাকচিক্য তো দূরস্থান !

এবারেও যথারীতি একই অবস্থা। খাতা কলম নিয়ে ভাবে ভাবে প্রথমেই মাথায় এলো পুজো স্পেশাল প্রেমের গল্প - নাহঃ, বড্ডো বস্তাপচা । তাহলে রাজনীতি ? - যদি জোটে ঠ্যাঙানি ? স্থিলার ? শব্দ সীমায় আটকে রাখা যাবে না ! এসব আকাশ পাতাল হিজিবিজি ভাবে ভাবে কখন যে চোখের পাতা বুজে গেল খেয়ালই নেই ! লেখা গেল চুলোয় ! ঘুম এর মধ্যে আদভূত এক স্বপ্ন দেখল সাত্যকি ! চোখের সামনে ফুটে উঠলো ২১ , রজনী সেন রোড এর সেই বিখ্যাত বাড়িটা...আর তার ড্রইংরুম এর সোফায় বসে গল্পে মশগুল তিন মূর্তি ! জটাষু বেশ একটা যুদ্ধ জয় করা হাসি মুখে নিয়ে বলছে, “আর বলবেন না মশাই, পাড়ার ছেলে ছোকরা গুলো একেবারে ছেকে ধরেছিলো কদিন ধরে ... এবার নাকি ওদের পুজোর ম্যাগাজিন-এর দশ বছর পূর্তি ! তো পাড়ার স্বনামধন্য রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক এর থেকে একটা লেখা না পেলো ম্যাগাজিন ছাপার মানেই হয়না । তো আমিও একটা শর্ত রেখেছিলাম বুঝলেন ?”

ফেলুদা জিজ্ঞেস করলো , “শর্ত ? কি রকম ?”

“ওরা প্রথর রুদ্র কে নিয়ে একটা ছোট গল্পো ফাঁদতে বলেছিলো... আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, নো প্রথর রুদ্র ... গল্পের কনটেন্ট অন্য কিছু হবে , আর সেটা আমি ঠিক করবো!”

“বাহ ...সে তো খুব ই ভালো কথা ...তো গল্প রেডি ?”

“এক্কেবারে ... সেই জন্য ই তো আপনার কাছে একটু ওই ফাইনাল ইয়ে নিতে এলাম মশাই... গল্পের নাম রূপক ...”

“নাম পরে হবে ..আগে প্লটটা কি শুনি ?”

“আরে সে আপনি নিজেই বুঝবেন শুনলে...এই গল্প একটা বিশেষ ক্রাইসিস এর কথা তুলে ধরবে আর তারপর শেষে থাকবে সেই ক্রাইসিস থেকে বেরোনের উপায় “।

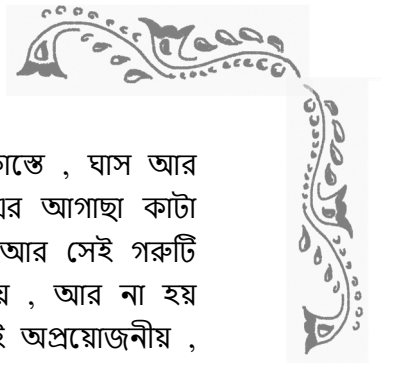
“আইডিয়াটা মন্দ নয় তো আগে ক্রাইসিসটা শুনে নি...তারপর না হয় উপায়টা জানব...শুরু করুন দেখি...”

লালমোহন বাবু গলা খাঁকড়ানি দিয়ে শুরু করলো...”এক গ্রামে এক গরিব চাষি খেত খামার করে দিন কাটাতো । তার নিজের বলতে ছিল শুধু তিনটে মহামূল্যবান সন্ধ্যা সবুজ ঘাস ভরা মাঠ, ঘাস এর আগাছা কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করার জন্য এক ধারালো কাস্তে, আর একখানি গরু...”

রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক এর গল্পের এরকম সাদামাটা একটা প্লট শুনে তোপসে র মুখ তো এক্কেবারে হাঁ ! যদিও ফেলুদা র কোনো হেলদোল নেই । অথবা থাকলেও বাইরে থেকে সেটা বোঝার জো নেই । অন্যদিকে জটাষুও নির্বিকারে বলে চলেছে , “... তিন সন্ধ্যা নিয়ে ভালোই দিন কাটছিলো চাষীভাই এর। অর্থাভাব ছিল, তবে শান্তি ও ছিল । সারাদিন ধরে মাঠে কাজ করে রাতে ঘরে ফিরে দুমুঠো চাল ডাল হাঁড়ি তে চাপাতো । সব ঠিক ই এগোচ্ছিল ।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই এক কঠিন ব্যামোয় পড়ল সে । জমি তে লাঙ্গল চালাতে চালাতে প্রাণ হারালো বেচারী ...” একটু থেমে জটাষু জিজ্ঞেস করলো “কিছু বুঝছেন মশাই ?”

“ইমোশন আছে বৈকি ... কিন্তু ক্রাইসিস কোথায় ? গরিব চাষী প্রাণ হারাল - এটাই কি আপনার গল্পের ক্রাইসিস ম্যাটার নাকি ?”



“উহু ... ক্রাইসিস তো এবার আসবে ... চাষী তো চলে গেলো ... কিন্তু থাকল কারা ? কাস্তে , ঘাস আর গরু ! ব্যবহার না হতে হতে সেই কাস্তেতে জং ধরলো...বুড়ো কাস্তে দিয়ে আর ঘাস এর আগাছা কাটা যায়না...ফলে আগের সেই সবুজ ঘাস ভরা মাঠ ধীরে ধীরে হয়ে গেল ছন্নছাড়া জঙ্গল, আর সেই গরুটি আজকাল মালিক এর আদর না পেয়ে হয় ওই আগাছা ভরা মাঠ এ গিয়ে চোটপাট চলায় , আর না হয় লোক এর বাড়িতে ঢুকে অনিষ্ট করে ... এভাবে ক্রমাগত কাস্তে, ঘাস আর গরু তিনজন ই অপয়োজনীয় , অকর্মণ্য আর অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে ...”

ফেলুদা হাত তুলে জটাযু কে থামালো.. এবার ওকে খানিকটা অধৈর্য দেখাচ্ছে ...”তার মানে আপনি বলছেন যে , ক্রাইসিস তিনটি : এক) কাস্তের ধার নেই...তা অকর্মণ্য , দুই) সবুজ ঘাস এর বদল এ এখন পুরোটাই প্রায় আগাছা , আর তিন) গরু সেই আগাছায় গিয়ে তালুব চলায় ... তাই তো ? ”

“সব ঠিক আছে ... তবে তিন নাশ্বার টায় আপনি আরেকটা পয়েন্ট মিস করছেন ! সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো গরু টি গ্রাম এর সাধারণ মানুষদের অনিষ্ট করছে !!”

“বুঝলাম...কিন্তু এগুলো কি ধরণের ক্রাইসিস মিস্টার জটাযু ? কাস্তে, ঘাস আর গরু ? কালচারাল কমিটি আপনার এই আজগুবি গল্প নেবে কি ? আপনি বরং প্রথর রুদ্র তেই ফিরে যান ”

জটাযু র চোখ গোল ! “কি বলছেন মশাই ? আপনি সত্যিই কিছু বুঝলেন না ? আমি হতাশ হলুম ফেলুবাবু !”

“বোঝার বাকি আছে কি কিছু ? জং ধরা কাস্তে, ঘাস এর বদলে আগাছা, আর দুষ্ট গরু - এগুলো ক্রাইসিস ?”

“আলবাত ক্রাইসিস মশাই ! তলিয়ে ভাবুন দেখি ... সারা বাংলা এই ক্রাইসিস এর রীতিমতো ভিক্টিম !”

ফেলুদার মাথা টা হঠাৎ পাই করে ঘুরে গেল !! এখন সব জল এর মতো পরিষ্কার ওর কাছে “আরিব্বাস ... আপনি তো রাজ্যের বর্তমান.....”

ব্যাস ... জটাযু র গল্পের বাকি টা আর শোনা হলো না সত্যিকি র ...মা এর ডাক এ ঘুম টা ভাঙলো...ভাগ্যিস মা ডেকেছিল ! ...কড়াইশুঁটির কচুরি গুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে তৈরী হয়ে প্যান্ডেল এ যেতে হবে , বন্ধুদের সাথে দেখা করতে ! আফসোস একটাই ..ক্রাইসিস থেকে বেরোনোর উপায় টা কি ছিল সেটা জানা গেল না !

সম্মাট রায়





Milestones Pediatrics

With you at every step!

Dr. Priyanka Vyas

WE ACCEPT MOST INSURANCES!

(352) 559-8911

MILESTONESPEDSCLINIC.COM

3780 NW 83rd Street, Gainesville, Florida 32606
(Located in the Springhill Professional Center)

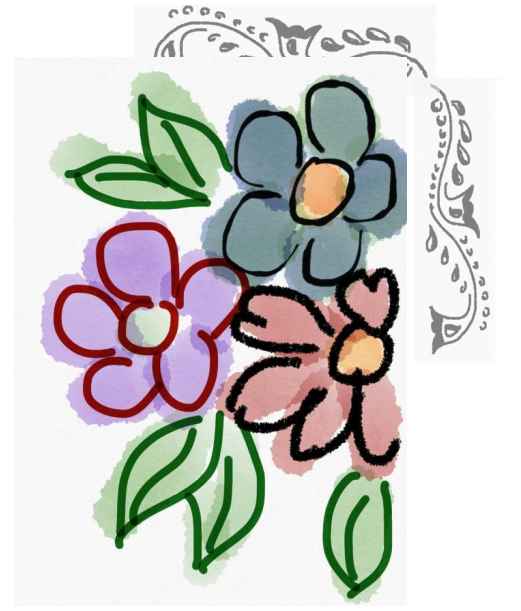


Find us on social media!  Milestones Pediatrics  MilestonesPedClinic

ছয় ঋতু



গ্রীষ্মকালে জল খাই
প্রাণ করে আই চাই
গায়ে ছোটে কাল ঘাম
তবু খাই পাকা আম
বরষা কালে রাত দিন
বৃষ্টি পড়ে রিমঝিম
কেয়া মজা কেয়া মজা
খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজা
শরৎ কালে সোনার আলো
দুগ্ধা ঠাকুর বাসেন ভালো
আমরা সবাই পুজোর দিনে
আনি নতুন জামা কিনে
হেমন্তেরই হিমেল হাওয়ায়
প্রদীপ জ্বালি বাঁশের আগায়
শীতের চোটে গুটি গুটি
খাচ্ছি কপি কড়াই গুটি
নতুন গুড়ের পায়েস খাই
আনন্দেরই সীমা নাই
কুহু কুহু কোকিল ডেকে
জাগিয়ে দিল বসন্তকে
মৌমাছির ফুলে ফুলে
মধু খায় দুলে দুলে।



রিমঝিম





শারদোৎসবের শুভেচ্ছাসহ....

তনুকা,

কৃষা,

অনামিকা,

স্বরূপ





যেদিন তুমি ছেড়েছ পথ
 “জন্মদি তোমার কিত্তে”

যেদিন তুমি ছেড়েছ পথ
 কৈ মেঘনা দুখুয়ে...
 মেঘনা আকাশ তোমার মতই
 কাঁদতে ছেড়েছিল,
 বৃষ্টি তোমার দোষের জন্য
 হতো লুকিয়ে ছিল...



যেদিন থেকেই অনেক হুঁচু
 আবার কৌটো যদি
 কথা জ্বাৰ যত্নে আছে
 প্রেম তের প্রতিশ্রুতি..

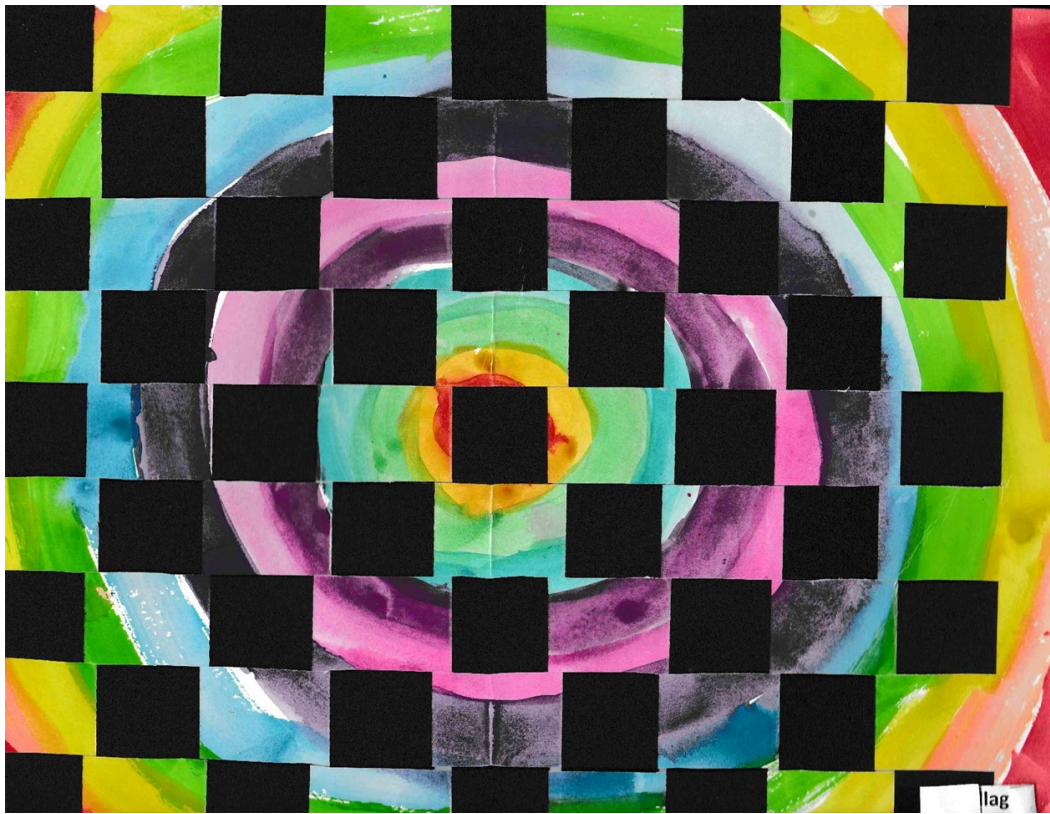
দিবদাজ গাই ধুকেছে
 অপেক্ষাতেই রাই
 'সজয়' নাহোক তোমার
 আঁখি
 কেটে যাও বিস্ময়ে..

যেদিন থেকে ছেড়েছ পথ
 যেদিন থেকেই প্রাণ,
 আঁখি মত নাই বা থাকি
 কিই বা জানে-যাণ...
 যেদিন থেকে ছেড়েছ পথ
 দুঃখ অপায়,
 হাজার জনের মাঝে
 হোকন,
 জানোয়ার জা...
 ছবি: সুকন্যা সাহা
 কবিতা: জন্মি চক্রবর্তী

যেদিন থেকে ছেড়েছ পথ
 দুঃখ অপায়,
 হাজার জনের মাঝে
 হোকন,
 জানোয়ার জা...

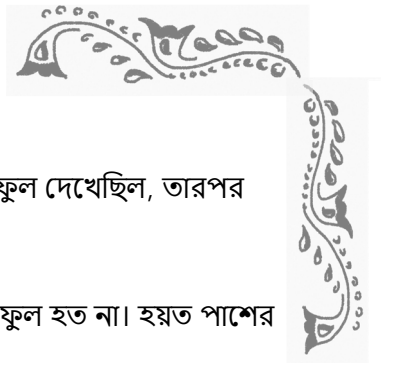
ছবি: সুকন্যা সাহা
 কবিতা: জন্মি চক্রবর্তী





Aahana Singh Chauhan

গেন্সভিল ডায়রিজ: কাশফুল



পুজো মানেই কাশফুল। সেই কবে মানিকবাবু দেখিয়ে গিয়েছিলেন অপু-দুর্গা ট্রেনলাইনের পাশে কাশফুল দেখেছিল, তারপর থেকে বাঙালি কাশফুলের প্রতি এক অপত্য স্নেহ বয়ে চলেছে।

আমি ছোটবেলায় খুব একটা কাশফুল দেখিনি। জানতামও না এরকম একটি ফুল হয়। তারাবাগে কাশফুল হত না। হয়ত পাশের ফার্মটায় হত, কিন্তু সেখানে আমার যাওয়া বারণ ছিল, তাই দেখিনি।

ক্লাস ফোর-এ পড়তে স্কুল থেকে দেখানো হল "পথের পাঁচালী"। সেখানে প্রথম কাশফুল দেখলাম। মানে সেভাবে লক্ষ্য করিনি সত্যি কথা বলতে। লক্ষ্য করলাম যখন পরের সপ্তাহে ড্রয়িং ম্যাডাম এসে বললেন সবাইকে ঐ দৃশ্যটির ছবি বাড়ি থেকে ঐঁকে আনতে। হোম-ওয়ার্ক। বাড়ি ফিরে বাবাকে বলতে বাবা পুরোনো আনন্দমেলা খুলে ছবিটি বার করলেন। সেই প্রথম ঠিক ভাবে কাশফুল দেখা।

তার পরের বছর পুজোয় কলকাতা যাই। মামারবাড়ি। ট্রেনে করে যেতে যেতে রেল লাইনের ধারে কাশফুল দেখলাম এবার। মনে হল - বাহ, অপূর মত আমিও তাহলে রেললাইনের ধারেই প্রথম কাশফুল দেখলাম।

বহুবছর পরের কথা। ২০০৭। আমি তখন সবে গেন্সভিলে গিয়েছি। গেন্সভিলে পুজো হবে কিনা ভাবতে ভাবতে শুনি, হবে। না, এটি গেন্সভিলের পুজোর গল্প না, সেই গল্প পড়ে বলব। যাই হোক, পুজোর কদিন আগে ইঙ্কনে খেতে গেছি দুপুরে। অতনুদার সঙ্গে দেখা। খেতে খেতে অতনুদা বলল,

"আমাদের ডিপার্টমেন্টের পাশে কিছু কাশফুল হয়েছে।"

বেশ অবাক হলাম। কাশফুল যে দেশের বাইরে হয়, তাই ধারণা ছিল না। খাওয়ার পর ছুটলাম সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের দিকে। অতনুদা ভুল বলেনি। দেখলাম ডিপার্টমেন্টের পাশেই এক দঙ্গল কাশফুল হাওয়ায় দুলছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে যেন মনে হল সত্যি এবার পুজো শুরু হবে। ঢাকিরা যেন ঢাক তুলছে বাদ্যি শুরু করার জন্য। পাড়ায় বাঁশ পড়ছে প্যাভেল তৈরীর জন্য। আসলে জানেন তো, মানুষ বাড়ির বাইরে বেরোলে বাড়িকে সবচেয়ে মিস করে। সবাই করে। প্রথম এক বছর এটা ভীষণ কষ্ট দেয়। তারপর আস্তে আস্তে মানিয়ে নেওয়ার সময়টা আসে। অনেকেই মানিয়ে নেয়, ভাবে "বাড়ি হলে ভালো হত, কিন্তু এটাই বা কম কি?"

কেউ কেউ পারে না, তারা হয়ত বাড়ি ফিরে যায়। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে যারা মানিয়ে নিতে পারে না, অথচ পরিস্থিতির চাপে ফিরতেও পারে না।

আমি তখন সবে দু'মাস হল বাড়ি ছেড়েছি, কাজেই মন খারাপটা তুঙ্গে। কাশফুল দেখে ওর'ম আকাশপাতাল ভাবছি। হঠাৎ পাশে এক গলা,

"Excuse me, can you tell me the way to Marston Science Library?"

ঢাকিরা বাদ্যি নামিয়ে রাখল, মুহূর্তটা নষ্ট হয়ে গেল।

২০১২ তে আমি গেন্সভিল ছাড়ি। ২০১১-র পুজোটা আমার গেন্সভিলে শেষ পুজো। ভেবেছিলাম খেয়াল রাখব সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের কাছে কাশফুল হয়েছে কিনা। নাহ, তালেগোলে ভুলেই গিয়েছিলাম। আর আমার কাশফুল দেখা হয়নি।

জানি না আর কোনদিন গেন্সভিল যেতে পারব কিনা, গেলেও সেখানে কাশফুল দেখব কিনা। হয়ত কাশফুল থাকবে, আমার পর নতুন কোন সদ্য বাড়ি ছাড়া বাঙালি ছাত্রের আবার সেই কাশফুল দেখে বাড়ির কথা মনে পড়বে।

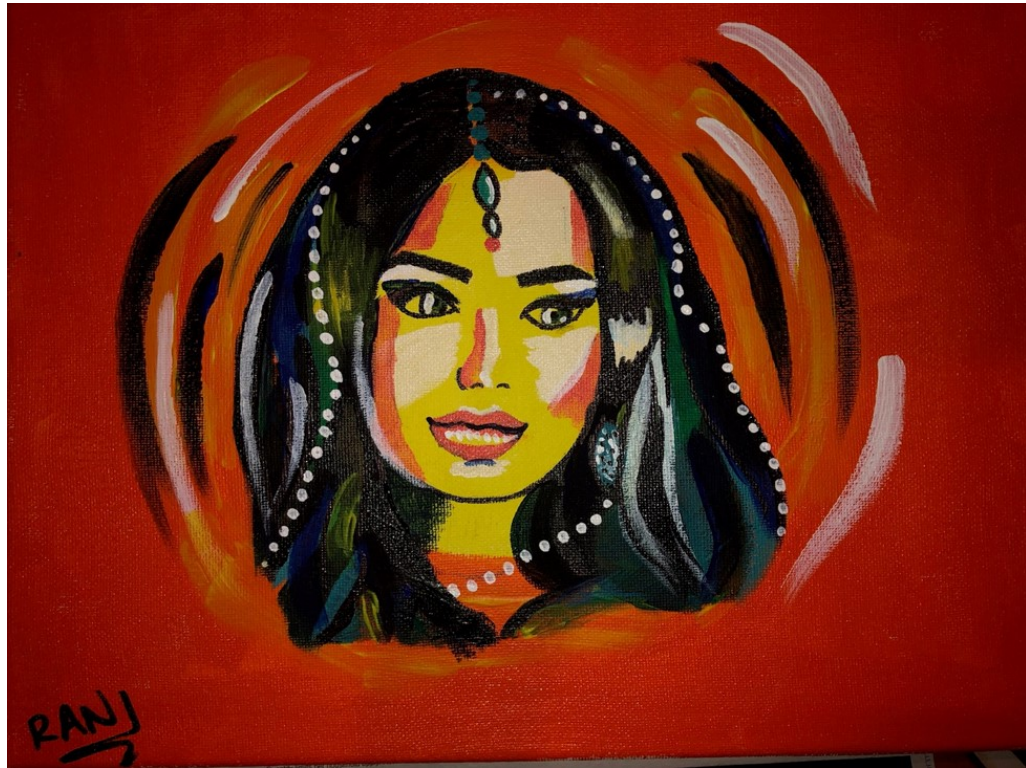
কনাদ বসু



আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে,
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি।
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে ঘাটে বাটে আরন্ধ আগমনী।

শারদীয় সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

দোলা ঘোষ
মলয় ঘোষ



Rani Batist

Age 15

গ্রেটা, মেহভাজনেষু

একটু থামো গ্রেটা
এক পলক তাকাও পেছনে
দেখো কাতারে কাতারে কত মানুষ
আজ তোমার অনুগামী
তোমার নবীন মনের স্পর্ধিত প্রতিবাদে সামিল
দূষণ-হীন নৌ-জানে একা অতলান্তিক পাড়ি
এক পক্ষ কাল এর দুঃসাহস
সে মহত্ব শুধু তোমার ই -
তবু তার ছোঁয়ায়
আগুন লেগেছে আমাদের বোধে
জেগে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা
অবশেষে ।।

একটু থামো গ্রেটা
প্রাণ ভোরে কাঁদো একবার
চোখের জল এর আগল দাও খুলে
এই অবোধ সমাজ এর প্রতি
তোমার অশেষ অভিমান
এই উদাসীন শাসকের অবহেলায়
তোমার যতেক যন্ত্রনা
সব লীন করে দাও সেই কানায়
আর সেই আকোমোল কান্নার ধারা
নির্মম আঘাত হানুক
আমাদের অবরুদ্ধ চেতনার দ্বারে
প্রতিদিন এর তুচ্ছতায় ।।

একটু থামো গ্রেটা
বুক ভোরে শ্বাস নাও এই বাতাস
ছুঁয়ে দেখো এই মাটি, এই ঘাসের সবুজ
কান পাতো পাখির মেদুর ডাকে
পান করো স্বচ্ছতোয়া নদীর স্বাদু জল
দেখো তোমার প্রতিবাদ এর পরশপাথর
কেমন প্রাণ চলেছে দশ দিকে
মুক্ত করেছে আমাদের বাসভূমি
আকাশ বাতাস মাটি
আমাদের অসংঘমের বাঁধন থেকে
“এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি”
সার্থক হয়েছে তোমার সেই অঙ্গীকার ।।

স্বরূপ ভূঁইয়া



স্বাগতম

Gainesville এ সদ্য আসা নবীন-নবীনাদের জানাই সুস্বাগতম দেশের থেকে বহুদূরে চলে আসলেও তোমাদেরকে আপন করে নেবে এই Gainesville এটাই Gainesville magic!

University of Florida campus এর উত্তর দিয়ে হাটতে হাটতে একদিন দেখবে তুমি অনেকটা পথ পেড়িয়ে এসেছ




ওই Turlington Square এর সামনে অজস্র ছাত্র-ছাত্রীদের জমায়েতে তুমি নিজেকে বারবার খুঁজে পাবে

Plaza of America তে Krishna Lunch খাওয়ার সময় হঠাত্ত করে একদিন উপলব্ধি করবে যে তুমি বসে আছ সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের থেকে আসা মানুষের মাঝখানে এইভাবেই তুমি আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে

কিন্তু তোমার শিকড়টা মাঝে-মাঝে খুঁজে নিতে ভুলো না যেন !

যে সময়টা আমি কাটিয়ে এসেছি Gainesville এ
যেই দৌরাঙ্গা আমি করেছি UF campus এ
যেভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম অচেনা মুখগুলোর দিকে
Lake Allice এর সামনে ওই একলা বেঞ্চটিতে যেভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক শীতের ছপ্পরে
আমার apartment এর বারান্দায় কাঠবেড়ালিরা যখন খেলাচ্ছিলে আমাকে ডাকত
Gainesville এর চেনা পথ-ঘাট, গাছ-পালা, ওই NTS বাসগুলো
যখন আমাকে জিজ্ঞেস করত কেমন আছ ?
আমি কিন্তু তাদের সবাইকে চিত্তকার করে তোমাদের নামগুলো বলে গেছিলাম
বলে গেছিলাম ওই নিঃসঙ্গ বেঞ্চটিকে, ওই ছস্তু কাঠবেড়ালিগুলোকে
যে একদিন তোমরা ঠিক এখানে আসবে
আমার হেলে যাওয়া সময়কে খুঁজে নিতে...

**আন্তরিক অভিনন্দন সহ
গেইনসভিলের বাঙালি সমিতি**



Shibasish Dasgupta

শারদ শুভেচ্ছা সহ

রিমঝিম, কার্নোস, রাণী, উৎসব,
পারণিকা, উর্বশী, পাহেলী



My Favorite Things to do in Gainesville, Fl

I was born in Central India and grew up in Kolkata – the heart of Bengali food and culture. I do miss the vibe of the ‘City of Joy’ but for almost the past decade I have called this little town of Gainesville, FL, my home. No matter where I go I always want to come back here (even though I never thought that I was a small town person).

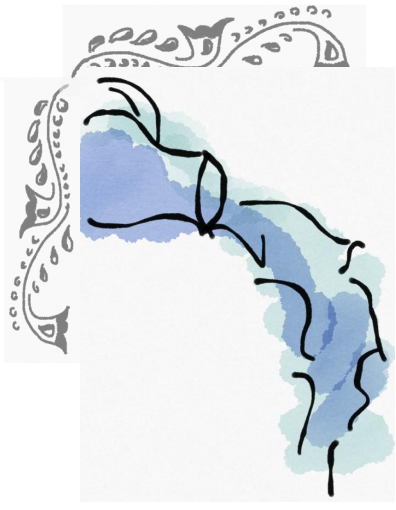
The best thing that I like about Gainesville is ‘variety’ – the people here belong to all different parts and cultures of the world. Most of them may be associated with the University like students and professors, and are very friendly and educated. You can never be bored in Gainesville as there is always some free event going on in town.

It’s hard to come up with a list of things that I like to do because they are just so many. May be I can share a couple of things that I would like everybody to try and let me know how you like it –

- 1) Sunset over Lake Alice – I just love sitting down on the grass by the lake, stretch my legs out and watch the sunset. It makes me feel very calm and relaxed so that I can prepare for the forth coming challenges in my life.
- 2) Walk through Loblolly Woods Nature Park- Take a walk on the boardwalk and also not be scared to cross the stream and explore the little trail on the other side. There is also a hidden decked area that my roommate told me is a great kissing location (Karen is funny). The trail is well shaded and never gets too hot.
- 3) Uppercrust Bakery- Buy yourself a dessert or two and if not then just stare at them- it can be very satisfying. For those who have kids they do have baking classes for children.
- 4) Sweet Dreams Ice cream shop – Who does not love ice cream? They have unique ice cream flavors and they are quite light on calorific value as well as price per pint.
- 5) Harn Museum of Art- Is a wonderful place to visit as an art museum as well have they have many events involving the community and the kids. If you have kids who love art, music and/or dancing definitely look into the different events at the Harn.
- 6) Free music concerts at Bo Diddley Plaza- Almost every Friday the city sponsors a free music concert in the downtown plaza. I have enjoyed going to several of them and my favorite being the Brazilian- African music concert. Oh the “drumbeats” are so peppy.
- 7) Holiday Lights at North Florida Regional Medical Center- I love putting on my jacket and walking around through my neighborhood at night. The holiday lights look so pretty and I enjoy watching them with childlike wonder. The hospital puts up beautiful lighting by the pond. Whether you are a kid or a grown up you will love the ducks and the lights. So, these were some of my favorite things about our little town Gainesville, FL. Let me know about what you like best about our hometown. I will wait for your answers.

Sharodiyar Antorik Preeti o Subhechha!

Piyasa Ghosh



চাঁপা রহমান "সুখের সংজ্ঞা"

সুখের সংজ্ঞা দিতে লাগে আমার ভয় !
সুখের সংজ্ঞা কি আর এ জগতে হয় ?
সুখ বলে পৃথিবীতে কোন কিছু নেই ।
যখন যে অবস্থায় থাকবেন সন্তুষ্ট থাকবেন,
এ পৃথিবীতে সুখের সংজ্ঞা হলো এই ।

সুখের প্রশ্নে কবি থাকেন নিরুত্তর,
সুখের সংজ্ঞা দেবার নেই সদুত্তর ।
সুখ নেই, সুখ নেই, সুখ গেলো কই ?
সুখ নিয়ে এ জগতে দারুণ হৈ চৈ !

অনেক রাজা মহারাজাও হন না সুখী ।
নানা লোভ লালসা করে তাদের দুঃখী ।
কি ভাবে কার রাজ্য গ্রাস করা যায়,
এ কু-মতলব তাদের মনে ঘুরে সর্বদাই ।
অগণিত ধন দৌলত পড়ে থাকে রাজকোষে,
অথচ সারা দুনিয়া কাঁপে তাদের ত্রাসে ।

ধনী লোকদের আছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা,
কিন্তু তাদের সুখের জায়গাটাই ফাঁকা ।
সুখ নেই, সুখ নেই, কোথায় গেলো সুখ ?
সুখের জায়গাটাতে ভয়ানক দুঃখ ।

আবার অনেক গরিব মানুষও অনেক সুখী ।
যা আছে তাতে সন্তুষ্ট তারা নয়তো অসুখী ।
এ ব্যাপারে দারুণ কথা বলেছে ইসলাম,

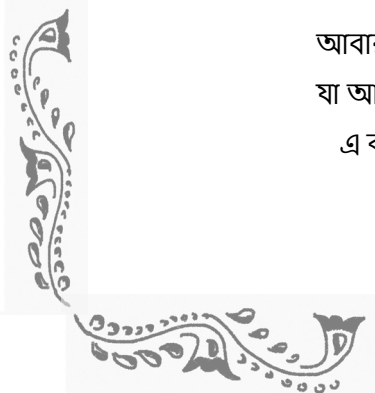
যেভাবে থাক সন্তুষ্ট থাক এটাই সুখের নাম ।
কয় জন মুসলমান এসব অনুসরণ করে ?
অন্যের সুখ দেখে তারা অনেকে হিংসায় মরে ।

হা হুতাশ করতো কোন লাভ নেই,
তাতে অসুখ কমবে না বরং বাড়বেই ।
এ দুনিয়াতে সন্তুষ্ট হতে পারার নামই সুখ ।
এ মুহূর্তে ভুলে যান সব অপ্ৰাপ্তি সব দুঃখ ।

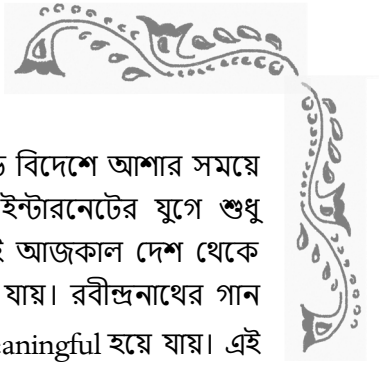
সুখের সংজ্ঞা দেবার আমার এই প্রচেষ্টা,
আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ! মিটেছে তেষ্ঠা !
এই ভাবে ঘরে ঘরে আপনারা সুখী হোন ভাই ।
জানবেন এ ছাড়া দুনিয়ায় সুখ বলে কিছু নাই ।



দিল আফরোজ কাজী রহমান চাঁপা



দৈনন্দিন জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনে অতপ্রত ভাবে জড়িত। এই জন্যেই ভারত ছেড়ে বিদেশে আশার সময়ে বেশিরভাগ বাঙালীদের ব্যাগে গীতবিতান জায়গা করে নিত। সৌভাগ্যক্রমে আজকালকার ইন্টারনেটের যুগে শুধু গীতবিতানের সব গান এ নয়, রবীন্দ্ররচনাবলী বিনামূল্যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, তাই আজকাল দেশ থেকে আশার সময়ে গীতবিতানের বদলে, একটা গীতবিতানের ওজনের রান্নার মশলা বা মিষ্টি আনা যায়। রবীন্দ্রনাথের গান অনেক বছর আগে লেখা হলেও কিছু কিছু পংতি দেশে বিদেশে বিভিন্ন মুহূর্তে অদ্ভুতভাবে meaningful হয়ে যায়। এই লেখাতে সেরকম কিছু মুহূর্তই visit করার চেষ্টা করছি।

এরকম একটা গল্প শুনেছিলাম, একটা সিনিয়ার দাদা খুব কম ক্লাসে যেত। একদিন সেই দাদাকে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে দেখে একজন স্যার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এরকম ছাত্রদের জন্যেই লিখেছিলেন 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।'। এর উত্তরে সেই সিনিয়ার দাদাটি বলেছিল, 'যাদের রোজ দেখা যায় না তাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ এটাও লিখেছেন, 'তবু মনে রেখ'। সেমেষ্টারের বাকি ক্লাসে সেই সিনিয়ার এর দেখা পাওয়া গেছিল কিনা জানিনা, তবে এই গল্পটা ঘটনাটা অনেকের অনেকদিনই মনে থাকবে।

বিদেশের বেশিরভাগ ডিপার্টমেন্টে গবেষণা ল্যাবনির্ভর। এইসব ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের রোজ সময় মেনে হাজিরা দিতে হয়। স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টে ল্যাব বলে সেভাবে কিছু নেই। Theoretical statistician দের ল্যাব একটা কাগজ কলম, আর আমার মত computational statistician দের makeshift ল্যাব পিঠের ব্যাগে থাকা ল্যাপটপ। তাই ডিপার্টমেন্টে বসে যা কাজ করা যায়, বাড়িতেও এক এ কাজ করা যায়। অনেক সময়ে রাত জেগে সিনেমা দেখার পরে সকালে দেরি করে উঠে ঘরের বাইরের রোদ্দুর দেখে মনে পরে, 'তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে...'। যখন বুঝি কোনো কারণে অ্যালার্ম বাজেনি, তখন মনে হয় মোবাইলের অ্যালার্মকে বলি, 'কেন জামিনী না জেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।' খুব দেরি হয়ে, ডিপার্টমেন্টে যেতে খারাপ লাগে, মনে হয়, 'আমি এ আকুল কবরী আবারি কেমনে যাইব কাজে।' তাই বাড়িতে বসে কাজ করাই ভাল।

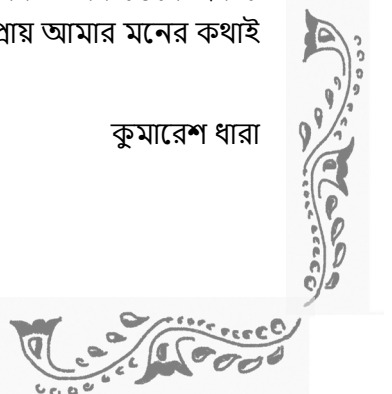
স্কুলে থাকার সময়ে শিখেছিলাম, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এনহে মোর প্রার্থনা...'; কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় চেনা প্রশ্ন না পেয়ে সেই গান বদলে হয়ে যায়, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো হেন হে মোর প্রার্থনা...'। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ দেওয়ার পরে অনেকে মনে করে, 'ফুরোলো ফুরোলো এই পরীক্ষার এই পালা, পার হয়েছি আমি অগ্নিদহণ জ্বালা'। কিন্তু অনেকেই বিদেশে PhD করতে আশার পরে অনেকেই realize করে বয়সটা বেড়ে গেছে, পরীক্ষাগুলো একটু অন্যরকম। একটা পেপার যখন বিভিন্ন জার্নালে rejection আর রিভিশনের মধ্যে ঘুরে বেরায়, তখন মনে হয়, পেপারটা নিজে থেকেই গাইছে, 'মোরে বারে বারে ফিরালে...'।


Collaborative গবেষণার সময়ে অনেকরকম গবেষকের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়। অনেকেই একটু ধীরেসুস্থে কাজ করতে পছন্দ করে। আবার কেউ কেউ উৎসাহ নিয়ে একাই সব কাজ শেষ করার চেষ্টা করে, তাদের কাছে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে' গানটাই মূলমন্ত্র।

বিদেশে পড়াশুনো করতে এলেও ঘুরতে যেতে সবারই ইচ্ছে থাকে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে ঘুরতে যাওয়া হয়ে ওঠেনা। যারা ঘোরার বেশি সুযোগ পায় না, তাদের মনে বাজে, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'।

শুধু রবীন্দ্রনাথই এ নয়, আরো অনেক কবির কবিতা আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়। কয়েক বছর আগে বিজয়া সন্মেলনীতে মেঘবালিকা আবৃত্তি করছিল একজন, একটা লাইন ছিল 'এক পৃথিবী লিখব ভেবে একটি খাতাও শেষ করিনি।' সেটা আমার PhD-র শেষ বছর, thesis লেখার কথা, দেখলাম জয় গোস্বামী প্রায় আমার মনের কথাই বলেছেন, 'একটা থিসিস লিখব ভেবে একটি পাতাও শেষ করিনি'।


কুমারেশ ধারা






Jathiswara

SCHOOL OF DANCE AND MUSIC
est. 1987



Guru: Mathura Alladi

Bharathanatyam Dance and Carnatic Music
Individual or Group Lessons
More than 30 years of Teaching Experience
Class Locations: Gainesville, Jacksonville, & Orlando



www.Jathiswara.com
(352) 514-2462 Mathura.Alladi@jathiswara.com

Wishing a Happy Durga Puja



from the Bhattacharya and Singh family



Durga Puja Cultural Program 2019



1. Folk and retro Bengali songs (Ganeshvilla Talkaata Surkaana Cultural Club) - Jhonty Chakraborty, Srijata Samanta, Samrat Roy, Purboja Purkayastha, Shubhra Deb Paul, Sreeja Chowdhury, Kumaresh Dhara, Shubhradeep Bhar, Rita Dasmahapatra and Aritra
2. Recitation (Sabandani by Shubho Dasgupta) - Swagata Mondal
3. Group Dance (Krishna Vandana) - Aapti, Gaurangi, Saanvi, Saahnvi, Aadhya, Karunaya, Prisha
4. Instrumental(keyboard) - Rita Das Mahapatra
5. Recitation (Adbhut Andhaar by Jibanananda Das) - Aritra
6. Dance (Maiyya Yashoda) - Saanvi
7. Srutinatok (Paaka Dekha by Swapan Ganguly) - Pratik Pal and Rita Das Mahapatra
8. Piano (River flows in you!) - Prithika Bose
9. Group Dance (Megher Kole Rod Heseche) - Aapti, Rianshi, Tanuka
10. Piano (Fusion) - Upal Bose
11. Chitrangada- Rani Batist, Amrutha Agarwal, Keira D' Costa, Aagneya Singh Banerjee, Alyssa D' Costa, Saanvi Lalwani, Anushka Vyas, Raha Babar, Purni Hasitha Tumati, Sukhman Sidhu, Prithika Bose, Sanskriti Bhosale, Ariana Rashid, Tvisha Joshi, Temima Nuzhat, Irma Rahman, Ahnaf Rashid, Eshan Kamal, Raanan Akond
12. Dance medley (Sure Nritye Shakti Bandana) - Madhurima and Piyasa

Chitrangada: The Warrior Princess

'Chitrangada', a dance drama, originally composed by Nobel laureate Rabindranath Tagore in 1892, is based on the love life of Manipur's princess Chitrangada and Arjun, the third Pandava of the epic Mahabharata, and it documents the emotional journey of Chitrangada as she is awakened by her irresistible passion for the love of her life, Arjun. According to Mahabharata, Arjun, the brave warrior travelled the length and breadth of India during his term of exile. It was during his wanderings that he met Chitrangada, the daughter of the king of Manipur and eventually married her.

Rabindranath Tagore took the basic story of Chitrangada from the epic and adapted it in his drama, expanding the narrative with his deep sensitivity in the characterization of princess Chitrangada, where the feminine subjectivity comes out through his characteristic lyrical style. The King of Manipur was bestowed with a boon by Lord Shiva that only sons would be born in his family. So when Chitrangada was born, the King brought her up as his son training her in warfare, archery, economics, and politics – well-equipped to take over the responsibilities of the King. The play unfolds at a time when Arjun on his 12-year vow of celibacy comes wandering to Manipur and meets Chitrangada, dressed as a man, on a hunting spree with her friends. Considering them to be young boys, Arjun makes fun of their abilities. This enrages Chitrangada and she invites him for a fight but Arjun ignores her. This disturbs Chitrangada as she discovers the woman in her and falls in love with Arjun, only to be refused. The Princess' pride is shattered. She approaches Madan (the God of Love) to transform her into a beautiful woman (Surupa) in order to entice Arjun. Through her transformation from the warrior princess to the diva with charming, feminine attributes, Tagore carves her as the timeless, complete woman who personifies love, and sensuousness. Awestruck by the beauty of (transformed) Chitrangada, Arjun falls for her. When marauders attack Manipur, the villagers look up to Chitrangada to protect them and save their lives and properties. Arjun, while talking to the villagers is astonished by the description of her bravery, courage, and fighting skills and wishes to meet the warrior Princess only to discover the real Chitrangada. He wishes to marry her but Chitrangada alerts him that she is neither a Devi (goddess) nor an ordinary woman. As a wife, she wants to be an equal partner to her man, not otherwise. Tagore's concerns over woman's identity and her position in society constitutes the essence of this play.



Cast:

Kurupa Chitrangada – Rani Batist

Surupa Chitrangada – Amrutha Agarwal

Arjun – Keira D' Costa

Madan – Aagneya Singh Banerjee

Friends – Prithika Bose, Sanskriti Bhosale, Sukhman Sidhu, Purni Hasitha Tumati, Ariana Rashid, Temima Nuzhat, Irma Rahman, Alyssa D' Costa, Saanvi Lalwani, Anushka Vyas, Najli Babar, Tvisha Joshi

Villagers – Ahnaf Rashid, Eshan Kamal, Raanan Akond

Choreography:

Rimjhim Banerjee-Batist



gainesville
bengali association

www.gnbnb.com • FB:gnvbeng • @newgnbnb

presents



Indrani Mukherjee
(Folk singer)

Soumitro Mukherjee
(Harmonica)

মাটির টানে মাটির গানে

'Bengali Folk and Sufi'

Accompanists:

Upal Bose

Samrat Roy

Shashank Mayakar



4-6pm, October 6, 2019

Freedom Community center
Kanapaha Veterans Memorial Park
7400 SW 41 Pl
Gainesville, FL 32608

